Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 336–342
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

অদ্বৈত বেদান্ত ও স্বামী বিবেকানন্দ

ধ্রুব মুন্সী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : munsidhruba@gmail.com

Keyword
স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্ত দর্শন, ধর্ম, সমাজ, ব্রহ্ম, অদ্বৈতবাদ, শঙ্করাচার্য।

Abstract
অদ্বৈত বেদান্ত হল বৈদিক দর্শনের সর্বেশ্বরবাদ। সর্বেশ্বরবাদীদের মতে মানুষের সত্যিকারের আত্মা হল শুদ্ধ চৈতন্য এবং পরম সত্য ব্রহ্মও শুদ্ধ চৈতন্য। বিবেকানন্দের মনন ও চিন্তনে ধর্মীয় ভাবনা নবরূপ প্রাপ্ত হয় বারংবার। ধর্ম কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং মানুষের জীবন কর্ম সমস্ত কিছুর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতে দর্শনকে ধর্মের তাত্ত্বিক দিক ও ধর্মকে দর্শনের ব্যবহারিক দিক বলে সব সময়েই মনে করা হয়েছে। জগতে যতরকম দর্শন আছে, তার মধ্যে বেদান্তই সবচেয়ে বেশী ব্যবহারযোগ্য। তাই বেদান্তই দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মহত্ত্বপূর্ণ ও ধর্মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সান্ত্বনাদায়ক। বিবেকানন্দের ধর্ম চিন্তায় অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল বেদান্ত দর্শন। তিনি দেশে-বিদেশে সনাতন হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়ে এই বেদান্ত প্রচার করে বিশ্ব জয় করেছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন দর্শনের আলোকে মানুষ তার জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করে থাকেন। এমনকি দর্শন জীব ও জগতের অন্তর্নিহিত সত্যকে উদঘাটন করে মানুষের মনে অন্তহীন জিজ্ঞাসার প্রসার ঘটায়। বিবেকানন্দ বেদান্ত ধারণাকে শুধু দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর জীবন বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। প্রত্যহের জীবনে বেদান্তের ব্যাখ্যাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত মানব সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাই আলোচ্য নিবন্ধে তিনি কিভাবে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান মানবিক গুণকে বর্ধিত করতে পারবে এবং কিভাবে তিনি বাংলার সমাজ জীবনে বেদান্ত দর্শনের প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন তারই আলোচনায় হবে প্রধান উদ্দেশ্য।

Discussion
বেদের অন্তর্ভাগ উপনিষদই মূলত বেদান্ত। উপনিষদে উদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞান ভারতের অমূল্য সম্পদ। ভারতের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিই ছিল অদ্বৈত বেদান্ত। তাই একথা অনায়াসেই বলা যায়, বেদান্তই ভারতীয় জাতির আনন্দের মূল উৎস, বেদান্তই জাতির আত্মা এবং প্রাণ। সুতরাং সকল জাতির উন্নতির চেষ্টা, সমস্ত রকমের হিতকর চিন্তা, সকল প্রাণস্পন্দন বেদান্তোপদিষ্ট

তত্ত্ব জ্ঞানকে কেন্দ্র করেই প্রবর্তিত। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করে অদ্বৈত বেদান্তের মূলতত্ত্ব গুলিকে ব্যবহারিক জীবনে রূপায়িত করে বিশ্বসভায় ভারতের মর্যাদা বর্ধিত করেছেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সাথে বিশ্বাসের একটি দৃঢ়তা বহন করে, মা তার ক্রিয়া-কলাপ গুলিকে নির্ধারণ করে, তার ব্যক্তিত্বকে রূপায়িত করে, আকার দেয় এবং সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তার অবস্থানকে নির্ধারণ করে। ব্যক্তিরা জন্মগতভাবে তৈরি না হয়ে জন্মগত হয় এবং তাদের ঐতিহ্য, ধর্ম, শিক্ষা, বিদ্যালয় থেকে গঠনমূলক ধারণা এবং আদর্শকে ধারণ করে উত্তরাধিকারী হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের চেতনায় নিমগ্ন এক নবীন উজ্জ্বল স্নাতক নরেন্দ্র ঐতিহ্যর ধারায় প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন, মহাপরাক্রমশালী শ্রীরামকৃষ্ণের চুম্বকীয় প্রভাবের মধ্য দিয়ে একটি অদ্বৈত চিন্তাধারায়। তবে নরেন্দ্র কিভাবে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে ছিলেন এবং কিভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন সে কারণ জানা আমাদের দরকার নেই। আমরা জানবো অদ্বৈত দর্শন বিবেকানন্দের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের সংজ্ঞা অনুধাবন করে বলেছেন যে, সমগ্র বিশ্বে একটিই ব্রহ্ম রয়েছে। তাই অদ্বৈত, বিশ্বের বাস্তবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। কেবল এটি জানান দেয় যে, বিশ্বের যা কিছু আছে তা মানব সংবিধানে প্রবেশ করে না। মানুষটি মুক্ত এবং এর মধ্যে যে পার্থক্যগুলি উপস্থিত বলে মনে হচ্ছে তা চঞ্চল বা চিরন্তন নয়, তবে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তে এই দাবির সত্যতা বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মনিষ্ঠার সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। তবে এটি নিজ মুক্ত এবং প্রকৃতির একটি অংশও গঠন করে না এবং বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রে এটি নির্ধারণ যোগ্য নয়। এভাবে আমরা সকলেই বাহ্যিক পরিস্থিতি থেকে আত্ম উদ্ধারের ঘটনাটি অনুভব করি। জাগ্রত জীবনে মানুষটি একটি বস্তু থেকে খুব কমই পৃথক যোগ্য প্রদর্শিত হবে।

উদ্দেশ্যমূলকতা মানুষের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সত্য নয়। মানুষ বস্তু রূপে প্রদর্শিত হলেও বস্তু নয়; বিদ্রুপকারী বস্তু তার অস্তিত্ত্বতা থেকে প্রাপ্ত। মানুষের অবস্থার উদ্দেশ্য গুলি মানুষের গঠনমূলক মানসিক এবং বৌদ্ধিক শক্তির কারণে বোধগম্য। এটি তাঁর ইচ্ছার উপরেই বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে, বস্তুগুলিকে তার মূলভাব এবং চরিত্র গঠনের কথা ভাবা উচিত নয়। যা কোনো কিছুর মূল বিষয় তা থেকে পৃথক করা যায় না। জিনিস এবং তার সারাংশের একই অর্থ আছে। তবে তারা এক এবং একই আকার গঠন করে। পার্থক্যের নাম থাকতে পারে, তবে অর্থটি একই রকম। সুতরাং মানুষ বস্তুকে মানুষ করে তোলে, বস্তুকে মানুষ করে না। যদি বস্তুটি মানুষের থেকে পৃথক হয়, যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকে যা বিষয় থেকে বস্তুর এই পৃথকীকরণকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করে তবে তা অনুসরণ করে, যে বস্তুটি মানুষের গঠনতন্ত্রের অংশ তৈরি করতে এবং প্রবেশ করতে পারে না।

জ্বলন্ত শক্তি এবং আগুন এক এবং অভিন্ন। এগুলিকে চিন্তায় আলাদা করা যায়, তবে এই বিভিন্ন নামের অর্থ এক এবং একই সত্তার অধিকারী। জ্বলন্ত শক্তিকে আগুন থেকে পৃথক করা যায় না কারণ এটি আগুনের মূল উপাদান। মানুষের ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলি কোনওভাবেই তার সাথে মূলত যুক্ত থাকে, তবে সেগুলি তার থেকে আলাদা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তবুও মানুষের অস্তিত্ব অক্ষত এবং অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। এটি একটি ধ্রুব সত্য। এবার আমরা প্রতিটি দেহ যে অভিজ্ঞতা গুলির মধ্য দিয়ে যায় তার আলোকে মানুষের প্রয়োজনীয় প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

অদ্বৈত বেদান্ত আমাদের শিখিয়েছে যে, মানুষের স্বার্থের জন্য উদ্দেশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিহার্য নয়। স্বপ্নের অভিজ্ঞতায় এমন স্বতন্ত্রতা এবং পার্থক্য যা সাধারণত নিজের স্বরূপকে চিহ্নিত করে তা অনুপস্থিত। স্থূল বিশ্ব অস্তিত্বহীন। জাগ্রত জীবনের জিনিসগুলি আর নিজের অভিজ্ঞতার জন্য উপস্থিত থাকে না। এটি স্থূল বস্তু ব্যতীত একটি অভিজ্ঞতা। স্থূল দৈহিক বস্তু একেবারে অস্তিত্বহীন হলেও এর অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা গুলির স্মৃতি, চিত্র, ধারণা, ছাপগুলি আত্মা তার জাগ্রত জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে বহন করে। সুতরাং আত্মা স্থূল বস্তু ব্যতীত উপলব্ধি করে, যদিও এই অবস্থায় কোন প্রকার উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে এখানে স্বাবলম্বীতা এবং আপত্তিবাদ থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা উপভোগ করা হয় এই অর্থে যে, স্থূল বস্তুগুলি আর স্বরের সাথে আবদ্ধ হয় না। সুতরাং স্ব (নিজ) কোন বস্তু নয়। অভিজ্ঞতা বিষয়গত এবং ত্রুটিমুক্ত। এতে বস্তুর প্রয়োজন হয় না, তবে এটি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, প্রভাব, স্মৃতি, ধারণা, চিত্র ইত্যাদির তবুও আপত্তি আছে

কেনা? পার্থক্যটি কেবলমাত্র বিভিন্ন আদেশের সাথে সম্পর্কিত; তবে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি কিছু আছে। এই অভিজ্ঞতা নিখুঁত সংবেদনশীল নয়। এর এমন কিছু রয়েছে, যা থেকে এটি এর অর্থ গ্রহণ করে। সুতরাং এটি বলা যায় না যে, আত্মা বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এটি নিজেই কোন বস্তু হতে পারে না। যদিও স্বপ্নের মানুষ অভিজ্ঞতার সাথে উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব থেকে আপেক্ষিক স্বাধীনতা উপভোগ করে, যেটা বস্তুনিষ্ট বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। তবে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা গুলিতে একজন আসলে এই বৈশিষ্ট্য গুলি থেকে মুক্তি পান না, যা তার সাথে জাগ্রত করার অভিজ্ঞতা গুলির সাথে যুক্ত ছিল। সুতরাং শুদ্ধতা এবং অ-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রমাণিত হয় না। মানুষ বস্তুটির কারণেই সে হয়ে ওঠে । যেহেতু তিনি একাকীত্ব এবং পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নিজেই সংরক্ষণ করা হয়েছে, উৎপাদিত হয়েছে এবং উদ্দেশ্য বিশ্ব দ্বারা নির্ধারিত, তিনি বস্তু- এটিকে প্রশ্নে বলা খুব সহজ।

মৌলিক ঐক্যের নিশ্চয়তার জন্য অদ্বৈত বেদান্ত স্বপ্নহীন ঘুমের অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকছেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে পার্থক্যগুলি চূড়ান্ত নয় এবং এক পর্যায়ে তারা একেবারে দ্রবীভূত হয়। আত্মনিষ্ঠ শ্রেণীসমূহ গুলি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্ব থেকে মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতার দিকে এবং তার আকর্ষনীয় চিহ্ন গুলির দিকে নির্দেশ করে। স্ব-অভিজ্ঞতা নিজেই একটি উদ্দেশ্যহীন অভিজ্ঞতা। স্বপ্নহীন অবস্থায় কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিতি এবং অনন্য ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যযুক্ত সাধারণ পার্থক্যের ভুলে যাওয়া নয়। সেই অবস্থায় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত স্থানগুলির দ্বারা পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে ঘনীভূত হয়েছে। তবে সেখানে বিশুদ্ধ চেতনা আছে, কিন্তু কোন বস্তু নেই। অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্যহীন। স্ব (নিজ) তার নিজস্ব মুকুট অভিজ্ঞতাতে জ্বলজ্বল করে। এটি দেখায় যে, বস্তু এবং তাদের উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের প্রয়োজনীয় চরিত্র নয়। রাষ্ট্র অজ্ঞান নয়। বস্তুর অনুপস্থিতি মানে অভিজ্ঞতার অনুপস্থিতি নয়। অদ্বৈত বেদান্ত পশ্চিমের দিক থেকে পৃথক।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা কখনোই এমন কোন অভিজ্ঞতা ভাবতে পারেন না যা উদ্দেশ্যভিত্তিক নয়, তা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। বস্তু অভিজ্ঞতার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সুতরাং স্ব (নিজ) বৈশিষ্ট্য কখনও স্ব (নিজ) বৈশিষ্ট্য ছাড়া কল্পনা করা যায় না। তবে স্ব (নিজ)-এর অবশ্যই শিরোনাম থাকতে হবে এবং অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে। এই পার্থক্যগুলি থেকে এটিকে কখনো সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। কারণ তাদের কাছে আত্মচেতনা আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত লক্ষ্য। স্ব (নিজ) একটি বস্তু যদিও এটি দৈহিক ক্রমের কোন বস্তু নয়। স্ব (নিজ) সত্তার অভিজ্ঞতা যেমন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুছে ফেলা হয়। তাই তারা ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তির কথা ভাবতে পারে না। তারা তাদের অহং রক্ষার জন্য অনেক যত্ন করে। তারা বিষয়বস্তু ছাড়া নিজেকে ভাবতে পারে না, যা তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলে। তবে অদ্বৈত বেদান্তের জন্য বিষয়টি সত্যিকার অর্থে যদি বিষয় হয় তা কখনোই বস্তু হতে পারে না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটিকে কম বস্তু হতে হবে। অতএব উদ্দেশ্য মূলক বৈশিষ্ট্য গুলি এর মূল অংশটি গঠন করে না। ব্যক্তিত্ব দ্রবীভূত হয়। এটি মানুষের আসল নির্যাস নয়। সংকীর্ণ আদর্শ, সীমিত, সীমাবদ্ধ হল অস্তিত্বের নিম্নস্তরের বৈশিষ্ট্য। তবে গুলিকে দ্রবীভূত করা যায় এবং স্বতন্ত্রতা অবিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব অবিরত রাখতে পারে এবং পার্থক্যটিকে মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নেওয়া যেতে পারে। বস্তুনিষ্ঠতা থেকে এই স্বাধীনতা এবং বস্তুবিহীন ছাড়াই অনুভবের অভিজ্ঞতা অনেকের কাছে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। তবে সরল মানুষের পক্ষে এটি স্বাভাবিক। সাধারণ জ্ঞানে চিন্তাভাবনা করার জন্য উদ্দেশ্য ছাড়া অভিজ্ঞতা অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। সন্দেহ ছিল যজ্ঞবল্কের চেয়ে কম সমালোচনামূলক যোগ্যতার একজন মানুষকে জর্জরিত করে। সন্দেহ অনিবার্য যে আত্মার অস্তিত্ব নেই। তাই অজ্ঞানতা নিজের অস্তিত্বের মাধ্যম হতে পারে না। তবে অজ্ঞানতা যা তাকে বোঝায় তা হল অবহেলা এবং বস্তুর সচেতনতার অনুপস্থিতি। এটির চেতনা নিজেই বিলুপ্তি হতেও পারে, আবার নাও পারে। তবে চেতনা এবং অভিজ্ঞতা দুই আছে। বস্তুত আত্ম অভিজ্ঞতা কিছু উদ্দেশ্য পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে না। অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক যদিও এর সরলতা জ্ঞান উপলব্ধির ধরণের নয়। এমনকি জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এক অর্থে একটি মধ্যস্থতা অভিজ্ঞতা। এটি উদ্দেশীয় অবস্থার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। এগুলি স্বল্পহীন অবস্থায় বিদ্যমান নয়, তবুও আত্মার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যদি অভিজ্ঞতাটি স্বপ্নহীন ঘুমের রাজ্যে না ঘটে তবে এই অভিজ্ঞতার কোন স্মৃতির বিচার হতে পারে না। তবে আমরা আমাদের স্বপ্নহীন ঘুমকে স্মরণ করি এবং আমরা এও মনে করি যে, অভিজ্ঞতা হওয়ার মত কিছুই ছিল না; তবুও জানি যে আমরা অভিজ্ঞ হয়েছি। তবে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দিয়েছে

যে, সিদ্ধির এমন একটি অবস্থানে পৌঁছানো যায়, যা অভিজ্ঞতা এবং জীবন অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসলে এটিই মানুষের ভিত্তি হওয়া উচিত। অদ্বৈত বেদান্ত মানুষের আত্ম চক্রের চূড়ান্ত ঐক্যের ভঙ্গি থেকে শুরু হয়, যা থেকে আমাদের অন্তহীন ছদ্মবেশ এবং সমস্যার মূলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সমস্ত পার্থক্য বিলুপ্ত করা হয়েছে। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের এই সত্যকে কেবল বৃহৎ আকারে প্রয়োগ করতে হবে যা ব্যবহারিক দর্শনের ভিত্তি হওয়া উচিত। তবে বিশ্লেষণ এবং বিমূর্তকরণের এই পদ্ধতির উদ্দেশ্যটি এই সত্যকে চালিত করে চলেছে যে, সংবিধানে বাহ্যিক দুর্ঘটনার সাথে মানুষের আসল প্রকৃতি গঠিত হয় না, যার মধ্যে অস্তিত্বের বৈষয়িক পরিস্থিতি একটি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। তবে সেই চিরন্তন মূল এবং তার ব্যক্তিত্বের সংশ্লেষে মূল অংশ হিসাবে বিরাজ করে প্রকৃত ব্যক্তি।

অদ্বৈত বেদান্তের দ্বারা বোঝা যায় স্বতন্ত্রতার স্বরূপ এবং বাস্তবতার পরিকল্পনায় পৃথক ব্যক্তির স্থানের উপর বিবেকানন্দের খন্ড গুলি লেখা হয়েছে। তবে এটি খুব কমই বলা দরকার যে, ব্যক্তির পদটি সত্যিকার অর্থে অস্তিত্বের পরিবর্তিত অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না, তবে এটি এমন একটি জিনিস, যা তার স্থায়ী মর্ম থেকে শক্তি এবং প্রাণশক্তি খুঁজে বের করে। এতে যে ব্যক্তি সমগ্র মানবজাতির সাথে একাত্ম হয়, সে, সেই ব্যক্তিত্বকে অর্জন করে যা নৈতিকতার লক্ষ্য ধর্মীয় সংস্কৃতি। এটি একটি সত্য সভ্যতার ভিত্তি গঠন করে। মানবতাবাদী বিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত সামাজিক সাম্যতা স্বাধীনতা এবং ভাতৃত্বের স্বরটি কেবল অর্থহীন, যদি তারা মৌলিক সত্যকে বুঝতে আগ্রহী না হয়। এখানে বাহ্যিক পরিস্থিতি মানুষকে আকার দেয় না। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ সত্তার রহস্য মানবতাবাদীরা খুব কমই মানব জাতির উন্নতি কল্পে সুরক্ষার যত্ন করে। মানবতাবাদ আসলেই এক ধরনের বিজ্ঞানবাদ এবং মানুষের নির্মিত একটি তত্ত্ব যা কেবল তার বাহ্যিক পরিবেশের উন্নতির ভিত্তিতে তাকে স্বার্থপরতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের অভিযোজন অনুসারে অদ্বৈত বেদান্ত মানব সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী আদর্শ বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনার ফল। তবে স্বতন্ত্রতা কেবল বৃহত্তর জীবনের অংশ নিয়ে গঠিত হয়। এটি মানুষের সিদ্ধির মূল চাবিকাঠি এবং এর উপরেই আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনার ভিত্তি গড়ে তোলা উচিত। সম্প্রদায়ের পৃথক এবং বৃহত্তর জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা এক এবং একই উৎস থেকে শুরু হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে, মানুষের কেন্দ্রীয় মন বাহ্যিক পরিবেশের স্রষ্টা নয়, তার চেতনাতে আত্মা ঐশ্বরিক; এটাই তার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের আসল কেন্দ্র।

যদি কেউ ভারতীয় সংবিধানের দিকে নজর দেয়, তবে এটি দেখতে পাবে যে, অদ্বৈতই সংবিধানের ভিত্তি বা মূলনীতি, যা সংবিধানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। সংবিধানের উপস্থাপক হিসেবে অদ্বৈতবাদ প্রতিশ্রুতি প্রতিধ্বনিত করে যে, আইনের চোখে সকলেই সমান এবং যে বংশগত কারণে সৃষ্ট বিশেষত্ব বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করা হয়েছে তা বিবেচনা করে কোনও দুটি ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য তৈরী করা যায় না। এটি কেবল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক রূপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ হিসাবে বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গোটা জাতিই কেবল নিজের সম্পর্কে যা চিন্তা করে, তা কেবল তার ক্ষেত্রগুলিতে তার ছায়া ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি অনুষ্ঠিত হতে পারে; যেখানে এটি তার ক্রিয়াকলাপ গুলিকে বিভক্ত করবে। তবে স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত রূপক বিদ্যার মূল্যায়ন ও প্রশংসা করার জন্য আমরা কোন প্রচেষ্টা করিনি, যেখান থেকে তাঁর রাজনৈতিক জাতীয় আদর্শকে অনুমিত করা যায়। তাই রাজনৈতিক ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্টতা বোঝার জন্য এই অদ্বৈতবাদী পটভূমিতে একটি প্রস্তুতিমূলক মৌলিক বিষয় হিসেবে মনোযোগ আহবান করা উচিত। তবে এটি রাজনৈতিক এবং জাতীয় ধারণা যা তাঁকে সন্ন্যাসী হতে এবং একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছিল। কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, একমাত্র কেউ ধর্ম থেকেই রাজনীতিতে আসতে পারে।

শঙ্করাচার্যের ঐতিহ্যবাহী অদ্বৈতবাদের সাথে বিবেকানন্দ পরিচিত ছিলেন। তবে অদ্বৈতের অন্যান্য সূত্রগুলি রামানুজ, মাধব, বল্লভ প্রভৃতি বৈদিক পদ্ধতি দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। এই সমস্ত ভিন্ন পদ্ধতি গুলি কার্যত অদ্বৈতবাদী, কারণ তারা সকলেই চূড়ান্ত নীতিগুলির দ্বৈততা এবং এটিতে সমস্ত কিছুর নির্ভরতার উপর তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করে। সমস্ত আন্তর্জাতীয় পবিত্রতা এবং মানুষের ঈশ্বরের ধারণা সাথে সমানভাবে পরিণিত। তবে এই মতবাদের মধ্যে পার্থক্য গুলি ঈশ্বর ও মানুষ, ঈশ্বর এবং বিশ্বের মধ্যে সম্পর্কের সেই দিকটির উপর পূর্ণতা ও মোক্ষ অর্জনের পদ্ধতির

উপর নির্ভর করে। তবে স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত মহান শঙ্করাচার্যের পরম মানবতাবাদের রূপান্তর। শংকরাচার্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যে শংকর ধর্মনিরপেক্ষ স্বার্থের ব্যয়ভাবে যে অদ্বৈতবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি ছিল সাধারণ জায়গা। ব্রহ্মই ছিল তার একমাত্র বাস্তবতা। তিনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বাস্তবতা ও স্বল্পতার প্রতি এতটাই মোহিত এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অনুভূত বিশ্বের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শংকর বেদান্তকে যে মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় দিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। তবে এটিকে অবশ্যই উপনিষদ এবং ভগবদ্গীতার প্রাক্ শঙ্করীয় বেদান্তের সত্যিকারের অভিপ্রায় এবং বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে উল্লেখ করা অনেক অন্যান্য আদি বৈদান্তিক শিক্ষকের আসল উদ্দেশ্য বলা যায় না, কারণ তারা এগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেননি।

শংকর নিজেই পরিস্থিতির সৃষ্টি কর্তা, এবং বেদান্তকে এই পরিস্থিতির সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করতে বাধ্য করেছিলেন। একদিকে, তিনি সংবেদন প্রবাহের পিছনে স্থায়ী আত্মার বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং অন্যদিকে তাকে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, বৌদ্ধ মতবাদগুলি একেবারে মূল ছিল না। তাই তারা বাইরের হিন্দু ধর্মের চেয়ে পৃথক কোন মর্যাদা দাবী করতে পারে না। একদিকে যেমন বৌদ্ধ রীতিতে ধর্ম গ্রন্থটির ব্যাখ্যা দিয়ে এবং স্থায়ী আত্মার বাস্তবতাকে সত্যভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যাতে করে উভয় স্বার্থই সাম্প্রদায়িক সংবেদন গুলি বুঝতে পারে। তবে বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশাল অংশকে শংকর হিন্দু ধর্মে আমদানি করেছিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধ ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিনি পৃথিবীর বাস্তবতায় ব্যক্তি ব্রহ্মের পৃথক পরিচয়ে বিশ্বাস করতে পারেননি। আসলে বিশ্ব মিথ্যাই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং এটি বলা যায় না যে, শঙ্করের অদ্বৈত বৌদ্ধ প্রভাব থেকে পুরোপুরি দায়মুক্ত ছিল। তবে বিবেচনা করে এটি বলা যেতে পারে যে, শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতের বৌদ্ধ ধর্ম একটি ভালো 'ঐতিহাসিক' পরিচয় দেয়। বৌদ্ধ ধর্ম এবং অদ্বৈতের মধ্যে যে ধারাবাহিকতার সূত্র রয়েছে, তার দ্বারা প্রভাবিত না হলে বেদান্তকে বোঝা অসম্ভব। তবে এটি নিরাময় প্রভাব ছিল না, কারণ এই জাতীয় নেতিবাচকতা এবং সম্ভাবনাময় দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের সমস্ত মূল্যবোধ এবং স্বতন্ত্র মর্যাদার উপর হতাশার ছাপ ফেলেছিল। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'Buddha ruined the Hindu and Christ the Roman's.'[১]

স্বামী বিবেকানন্দ স্বীকার করেছেন যে, একটি জাতিকে প্রভাবিতকারী শক্তিগুলি একটি জাতির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে। এর সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্রটি বৌদ্ধধর্ম দ্বারা সজ্জিত। আসলে একটি জাতির বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল একটি মহান কারণ। জাতীয় জীবনে একটি নির্দিষ্ট স্থবিরতা এবং জীবনের একটি হতাশাবাদী এবং নেতিবাচক মনোভাব বুদ্ধের সময় থেকেই ভারতীয় জনগণের মনকে ধরে রেখেছে। এবং আমরা বলতে পারি যে, শঙ্করের অদ্বৈত এই জাতীয় প্রবণতাটিকে প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছিল। সেইজন্য সমালোচকরা শংকরকে 'একজন ছদ্দবেশী বৌদ্ধিক' বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতে যেহেতু এই ধরনের চর্চা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল, তাই বৈদিক ঐতিহ্যের সাথে গণতান্ত্রিক আদর্শের সন্ধান করা হাস্যকর হবে। মহিলা, শূদ্ররা যদি কখনও বেদ, ধর্মগ্রন্থ এবং আইন সমাজের বিপরীতে গিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে তাদের কানে লাল কড়া লোহা বা সিসা ঢুকিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। এই জাতীয় প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা গুলি যেমন মূল, তেমনি বিপ্লবী ছিল। তিনি মনে করতেন, ধর্ম ও আইন, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা গুলির মধ্যে পৃথকীকরণ এবং পৃথক ব্যক্তির অধিকারের মধ্যে কোন বিভাজন থাকতে পারে না। তার পক্ষে ধর্ম কুসংস্কার নয় এবং এটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন এবং মানুষের অধিকার ও মর্যাদার বিরোধী কোনটির জন্য অনুমোদিত হতে পারে না। আসলে বিষয়টি হল, আমাদের মনের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রয়েছে; আমাদের দেহে অনেকগুলি খারাপ পাপ এবং ঘা রয়েছে। এগুলিকে বিচ্ছিন্ন এবং ধ্বংস করতে হবে- তবে এগুলি আমাদের ধর্ম, আমাদের জাতীয় জীবন, আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করে না। ধর্মের প্রতিটি নীতিই নিরাপদ এবং যত তাড়াতাড়ি এই কালো দাগ গুলো মুছে ফেলা হবে ততোই নীতিগুলি আরও উজ্জ্বল হবে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের সংস্কার হিন্দু ধর্মের চেতনায় ফিরে গিয়েই সম্ভব হয়েছিল। তিনি পশ্চিমা থেকে আগত আদর্শের ভিত্তিতে এই জাতীয় সংস্কার করা যেতে পারে বলে মতামতটি গ্রহণ করেননি। তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দু ধর্মের প্রাচীন আদর্শ গুলিতে ফিরে আসার মাধ্যমে এজাতীয় মন্দির নির্মূলকরণ প্রভাবিত হতে পারে। আসলে বিস্তৃত হওয়া, বাইরে যাওয়া, সংহতকরণ, সর্বজনীকরণ আমাদের লক্ষ্য গুলির অবসান এবং সমস্ত সময় আমরা নিজেদেরকে

আরও ছোটো করে চলেছি এবং ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত পরিকল্পনার বিপরীতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চলেছি। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তির ন্যায়ের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি সর্বদা তার দেশবাসীকে অনুসন্ধান করতে বলেছিলেন, সামাজিক কুফলগুলির প্রতিকার তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে রয়েছে, অন্য কোথাও নয়। এর মাধ্যমে তিনি এও বোঝাতে চাইলেন যে, হিন্দু ধর্মের দুর্নীতিগুলির সাথে ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করার দরকার নেই।

তবে যখনই সমস্ত শ্রেনীর সদস্যদের সমতা এবং চিকিৎসার জন্য সমান পদক্ষেপের দরকার হয়, তখন ধর্মীয় চিন্তাবিদরা ভারসাম্য রক্ষার জন্য সামনে উপস্থিত হয়। একসময় রামানুজ সম্পর্কে বলা হত—

> "In recognition of the services rendered to him by out-castes in his Delhi Expedition, Ramanuja allowed them and their progeny to bathe in the tank attached to the temple of Yadava, hill and enter the temple of Ramapriye once a year."[২]

এই জাতীয় জিনিসগুলি প্রথমবারের জন্য ভারতের জাতীয় সরকার সূচনা করেছিল, কিন্তু তবে আরও জোর দিয়েছিল এ কথা বলা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতে ধর্ম সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল এবং ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা গৃহীত সংস্কার গুলি সরকারের আইন থেকে বেশি স্থায়ী ও কার্যকর ছিল। রামানুজ যে দার্শনিক মতবাদ শিখিয়েছিলেন, তাতে স্বামী বিবেকানন্দের হয়তো অবহিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তবে তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তবে স্বামী বিবেকানন্দের এই উদ্দেশ্যটি কখনোও শেখানো হয়নি যে, গণতন্ত্রের এই আদর্শ গুলি আমাদের পশ্চিমা দেশ থেকে শিখতে হবে। তবে এটি সত্য যে, স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠান কথা প্রায়শই উল্লেখ করেছিলেন। তবে এর কুফল সম্পর্কে জোর দিয়ে তিনি বারবার আমাদেরকে বেদের প্রাচীন ঐতিহ্য, উপনিষদ, ভগবতগীতাতে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছেন। কারণ তাঁর মতে, সেটি হল গণতান্ত্রিক আদর্শে সম্পৃক্ত। এটি আমাদের ভুলে গেলে কখনই চলবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয়ে জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, এটি দেশের যুবকদের মনে গড়ে তোলা উচিত, আর সেটা শুধুমাত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ অধ্যয়ন দ্বারাই সম্ভব।

তাই আধুনিক যুগের পটভূমিতে বিবেকানন্দের প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্তের মহিমা আজ সমগ্র বিশ্বে বিরাজমান। অদ্বৈত বেদান্তের জগৎ ক্রমপ্রসারিত। স্বামীজীর বাস্তবমুখী বেদান্তে মানুষ, ব্রহ্ম, মূর্ত, অমূর্ত, ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও মহাদেশ ইত্যাদি সব কিছুরই স্বীকৃতি, সমন্বয় ও সংহতি আছে। তাই এই দর্শন বিভেদ সৃষ্টির দর্শন নয়। হিংসা ও বিদ্বেষমূলক, অবদমন ও উৎপীড়নের দর্শন নয়। এমনকি এটি ক্ষমতাতান্ত্রিক রাজনীতিরও দর্শন নয়। মানুষের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সমদর্শিতার দর্শন, সর্ববিধ বন্ধনমুক্তি আহ্বানের দর্শন। তাই বিবেকানন্দ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনকে মানুষের জীবনে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। তাই যদি ঈশ্বরের কৃপায় পৃথিবীতে এই অদ্বৈতবেদান্ত আবির্ভূত না হত, তাহলে আমাদের এই জগত সংসারকে ক্ষুদ্র ও হীন বলে মনে হত। এইজন্য অদ্বৈত বেদান্ত আমাদের অমৃতময় অন্তর্লোকের সন্ধান দিয়ে অনন্ত আশায় উজ্জীবিত করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. The Complete works of Swami Vivekananda Volume-3, Advaita Ashrama, Almora, 1950, P-269.

২. Ed.Charles Freer Andrews, 'Mahatma Gandhi His Own History', K.K. Publishers, 2May 2016, P-357.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. Andrews Charles Freer.Edited, 'Mahatma Gandhi His Own History', K. K. Publishers, 2 May 2016.

২. Bergson Henri, 'Two Sources of Morality and Religion', Doubleday Anchor Book, New

York, 1935.

৩. Dasgupta.R.K, 'Swami Vivekananda on Indian Philosophy and Literature', The Ramakrishna Mission Institute of Culture Golpark, Kolkata, December 2015.

৪. Dasgupta.R.K, 'Swami Vivekananda's Vedantic Socialism', The Ramakrishna Mission Institute of Culture Golpark, Kolkata, 2016

৫. Falkenberg Richard, *'History of Modern Philosophy'*, Progressive Publishers, Calcutta, 1953.

৬. Vivekananda Swami, The Complete Works of Swami Vivekananda Volume-3, Advaita Ashrama, Calcutta, 1950.

৭. Vivekananda Swami, The Complete Works of Swami Vivekananda Volume-4, Advaita Ashrama, Calcutta, 1952